কৃষি সুপারিশ

১৭ – ১৯ শে এপ্রিল ২০২৩ (৩ রা বৈশাখ – ৫ ই বৈশাখ ১৪৩০)

বোরো ধান: বোরো ধান ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ পেকে গেলে কেটে ফেলুন ও খামারজাত করুন। যে সব বোরো ধানে ফুল আসছে বা কিছুদিন আগে ফুল এসেছে, সেই সব ক্ষেতে যেন জলের টান না পড়ে। প্রয়োজন বোধে বিকেলের শেষ দিকে জমিতে সেচ দিয়ে জমিতে ছিপছিপে জল ধরে রাখতে হবে।এটা সম্ভব না হলে বিকেলের দিকে জল স্প্রে করে দিতে হবে যাতে শিষে চিটে ধানের সংখ্যা কম হয়।যেসব জমিতে "গলা ঝলসা" (Neck Blast) রোগের আক্রমণ দেখা দিয়েছে রোগ দেখা দেবার সম্ভাবনা আছে সেইসব জমিতে প্রতি লিটার জলে ০.৫ গ্রাম ট্রাই সাইক্লাজোল ৭৫% এবং ০.৫ গ্রাম ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন ২৫% + টেবুকোনাজল ৫০% সাত দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে। এক্ষেত্রে বিঘা প্রতি (৩৩ শতক)১০০ লিটার জল স্প্রে করতে হবে।

ভুট্টা(গ্রীষ্মকালীন ফসল):প্রাক-টাসেলিং পর্যায়ে একটি জীবন দায়ী সেচের সাথে ১ % পটাসিয়াম নাইট্রেট (প্রতি লিটার জলে ১০ গ্রাম) পাতায় স্প্রে করা যেতে পারে।দুটি সারির মধ্যবর্তী স্থানগুলি স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত ভেজিটেটিভ মাল্চ উপকরণ (যেমন ধানের খড়, কচুরিপানা ইত্যাদি) দিয়ে আচ্ছাদিত করা যেতে পারে, যদি ইতিমধ্যে আর্থিং-আপ করা হয়ে থাকে। ফসলের বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে মাইক্রো-সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন দায়ী সেচের ব্যবস্থা করতে হবে (যেখানে সম্ভব স্প্রিঙ্কলার/ড্রিপ সেচ) বা পাতায় জল স্প্রে করতে হবে।গাছের বৃদ্ধি দশায় খরা প্রশমনের জন্য ও আন্তঃশস্য প্রতিযোগিতা কমাতে কম জোরালো গাছকে 20% পর্যন্ত পাতলা করার পরামর্শ দেওয়া হয়।ভুট্টায় তাপ চাপের অবস্থায় সর্বাধিক ফলন নিশ্চিত করতে স্যালিসিলিক অ্যাসিড স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

গ্রীষ্মকালীন ডাল:ফুল আসার আগে একটি জীবন দায়ী সেচের সাথে 2% ডিএপি বা ইউরিয়া স্প্রে করতে হবে। কখনও কখনও থ্রিপস, জাসিডস, ফ্লি বিটল এবং শুঁয়োপোকার মতো পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ করতে এই ধরনের স্প্রে করার সময় কীটনাশক ব্যবহার করতে হতে পারে।গুরুত্বপূর্ণ ফসল বৃদ্ধির পর্যায়ে বিশেষ করে মুগ এবং কালাইয়ের ফুলের সূচনা পর্যায়ে জীবন দায়ী সেচ দিতে হবে।লাইনে বপন করা ফসলের ক্ষেত্রে, দুটি সারির মধ্যবর্তী স্থানে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত গাছপালা মালচ সামগ্রী (যেমন ধানের খড়, কচুরিপানা ইত্যাদি) দিয়ে ঢেকে দেওয়া যেতে পারে যাতে আর্দ্রতা সংরক্ষণ করা যায়।

গ্রীষ্মকালীন তৈলবীজ:সল্প মেয়াদী জাত/হাইব্রিড ব্যবহার করুন। সাবিত্রী, উন্নাত রোমার মতো জাতের তিল বপন করা উচিৎ যাতে তাপ চাপের কারণে ফলনের ক্ষতি কম হয়।একটি জীবন দায়ী সেচও তাপ চাপের পরিস্থিতিতে তিলের উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারে। দীর্ঘায়িত শুষ্ক আবহাওয়ায় চিনাবাদাম ও তিলের ক্ষেতে ফুল আসার আগে ২ % ইউরিয়ার ফোলিয়ার স্প্রে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক। ফসল বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে বিশেষ করে তিলের ফুলের সূচনা পর্যায়ে একটি জীবন দায়ী সেচের প্রয়োজন।তিলে থ্রিপস, শুঁয়োপোকা ইত্যাদির আক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।সমস্ত গ্রীষ্মকালীন ফসলে ফুলের সূচনা পর্যায়ে ২ % বোরন দ্রবণের ফোলিয়ার স্প্রে করুন।

- তাপ্প্রবাহের সময় পার করে পাট বীজ বপন করুন, প্রয়োজনে সেচের ব্যবস্থা রাখুন।
- কৃষক বন্ধু দের অনুরোধ জানানো হচ্ছে তারা যেন সকাল ১০ টার পর মাঠে না থাকেন ,যদি থাকেন রোদের হাত থেকে বাঁচতে বড় টুপি ও সাদা পোশাক ব্যবহার করুন প্রয়োজনে আবার বিকালের দিকে মাঠে যাবেন।
- বিভিন্ন জেলায় জলসেচের জন্য যে যে গভীর নলকূপ(DTW) ,মাঝারি গভীর নলকূপ (MDTW) , স্লুইস গেট ইত্যাদি যাতে ব্যবহারযোগ্য থাকে ও প্রয়োজনে সেচের কাজে ব্যবহার করা যায় তার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
- কোন সবজি বীজ বোনার প্রয়োজন হলে জলে ভালোভাবে ভিজানোর পর বুনুন ও পরিমাণমতো জৈব সার ব্যবহার করুন।

বিশদে জানতে আপনার নিকটবর্তী কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর পক্ষে

সহ কৃষি অধিকর্তা (তথ্য), মুখ্য কার্যালয়